22

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 28 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

শিক্ষাঙ্গন

বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি কতটা যুক্তিযুক্ত ?

বর্তমানে বাংলাদেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে যে শিক্ষা পদ্ধতি চালু আছে, এই পদ্ধতিতে শিক্ষিতের হার বাড়ানো সম্ভব। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কেননা প্রতি বিষয়ে (সাধারণ গণিত ও উচ্চতর গণিত ছাড়া) ৫০০ করে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন সম্বলিত প্রশ্ন ব্যাংক থাকে, যা পড়ে যে কোন ছাত্র ৫০ নম্বর লুফে নিতে পারবে। অপরদিকে পুরো বইয়ের রচনামূলক প্রশ্ন থাকবে ৫০ নম্বর, যা সারা বছর পড়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ২০/২৫ নম্বর তুলতে বেগ পেতে হয়। অপরদিকে বাসায় বসে শিক্ষার্থীরা ৫০০ প্রশ্ন গলধঃকরণ করছে শুধুমাত্র পরীক্ষায় নম্বর পাওয়ার জন্য। প্রকৃতঅর্থে এটাকে কোন শিক্ষা বলা চলে না। যেমন ধরা যাক, বাংলা ২য় পত্রে কারক, সমাস, সন্ধি, এগুলোর সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ না শিখে তারা শিখছে ঘরে ও বাইরে=ঘরে বাইরে— অলুক দ্বন্দ্ব। এরূপ ১০টি পড়লেই তারা অনায়াসে ১টি পেয়ে যাচ্ছে, তাই তাদের মূল জিনিস শিখা নিষ্প্রয়োজন। এভাবে প্রত্যেকটি বিষয়ে তারা মূল জিনিসটি না বুঝে সীমিত প্রশ্নের মধ্যে নিজেদের আটকিয়ে রাখছে।

এই শিক্ষাকে পরবর্তীতে তারা কোন কাজেই লাগাতে পারবে না— কেননা উচ্চ মাধ্যমিকে তো আর M.C.Q. নেই সেখানে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হবে। যে সমস্ত পড়াগুলো তারা ৯ম-এসএসসি পর্যন্ত শেষ করতো সেগুলো এইচএসসিতে শেষ করতে হবে। এটা কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাই আমি এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রকৃতঅর্থে যদি শিক্ষার জন্য শিক্ষাকে ব্যবহার করতে হয়, তাহলে ৫০০ প্রশ্নের প্রশ্ন ব্যাংক বাতিল ঘোষণা করুন। পুরো বই থেকে ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন করা হোক, প্রশ্ন ব্যাংক শুধুই নমুনা প্রশ্ন হিসেবে থাকবে।

—এস এম তানভীর আহমেদ,
ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ,
(ডিগ্রী শাখা) রোড, কুমিল্লা।